তোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 31 1996 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

54

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে এবার বই পৌঁছবে কবে?

নতুন শর্তারোপের প্রতিবাদে দরপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে মুদ্রক প্রতিষ্ঠানগুলো, নির্ধারিত সময়ে একটি সিডিউলও বিক্রি হয়নি

মানস ঘোষ : প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ নিয়ে সৃষ্টি জটিলতার অবসান হয়নি। নতুন শর্ত আরোপের প্রতিবাদে মুদ্রক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আহ্বান করা দরপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। গত বৃহস্পতিবার ছিল দরপত্রের সিডিউল ক্রয়ের শেষ দিন। কিন্তু মুদ্রাকরদের বয়কটের কারণে শেষদিন পর্যন্ত একটি সিডিউলও বিক্রি হয়নি। ফলে নতুন দরপত্র আহ্বান করে মুদ্রণের পর শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছতে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মুদ্রাকররা বৈঠক করলেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। উভয়পক্ষই স্ব স্ব অবস্থানে অনড় রয়েছেন।

চলতি বছরের প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য মোট খরচের বড়ো একটি অংশ সরকার থেকে ঋণ হিসেবে নিচ্ছে। জানা গেছে, ঋণের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক মুদ্রণ কাজের জন্য প্যাকেজ প্রথার শর্ত জুড়ে দেয়। এরফলে বোর্ড এ বছরই প্রথম দরপত্রে পুরো কাজকে ১১১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ভাগ করে সিডিউল বিক্রির কথা জানায়। এরমধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কাজকেই রাখা হয় ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে চারটি বিশাল অংকের প্যাকেজে।

মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা প্যাকেজগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ক্ষমতার সামর্থের বাইরে উল্লেখ করে শুরুতেই দরপত্রটি প্রত্যাখ্যান করেন। তারা আরোপিত শর্ত বাতিলের দাবি জানান। প্রসঙ্গত বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক স্তরের বইয়ের মুদ্রণ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আহ্বান করা হতো এবং সর্বনিম্ন দরে বোর্ডের তালিকাভুক্ত আগ্রহী প্রেসগুলোর মধ্যে মুদ্রণ কাজ বণ্টন করে দেওয়া হতো। কিন্তু নতুন প্যাকেজ প্রথায় এটা সম্ভব হচ্ছে না।

গত ২৪ জুন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বই মুদ্রণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্রে অংশ নেওয়ার জন্য সিডিউল বিক্রির শেষ দিন ছিল গত বৃহস্পতিবার। বোর্ডে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দরপত্রের একটি সিডিউল বিক্রি হয়নি। সিডিউল বিক্রি না হওয়ায় ১ মাসের এই দরপত্র কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাচ্ছে। যদিও বোর্ড কর্মকর্তারা কেউই একথা স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। তারা আরো একটি কর্মদিবসের অপেক্ষা করছেন। ২ দিন সরকারি ছুটির পর আগামীকাল রোববার দরপত্র খোলার নির্ধারিত তারিখ। দরপত্র খোলার দিনে সিডিউল বিক্রির নিয়ম না থাকলেও জানা গেছে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে বোর্ড রোববার সিডিউল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো একজোট হয়ে জানিয়ে দিয়েছে তারা দরপত্রে অংশ নেবেন না। ফলে শেষ দিনের বিশেষ সুবিধা কোনো

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে এবার বই পৌঁছবে কি?

● প্রথম পাতার পর

কাজে আসবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

মুদ্রণশিল্প সমিতির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে প্যাকেজ প্রথা বিলুপ্তির আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবরে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এভাবে বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় গত ২৫ জুলাই মুদ্রণশিল্প সমিতি, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে যৌথভাবে বোর্ড চেয়ারম্যানকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্যাকেজ প্রথা বিলুপ্ত না করলে দরপত্রে অংশ নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চিঠিতে তারা দরপত্র বাতিল করে আগের মতো সমবণ্টন নীতির ভিত্তিতে নতুন দরপত্র আহ্বান করতে বোর্ডকে অনুরোধ জানান।

উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে বোর্ড চেয়ারম্যান শওকত আলী তিন সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গত মঙ্গলবার বৈঠক করেন। বৈঠকে কোনো সমাধান না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে তিন সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। কিন্তু সমিতিগুলো তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় এ বৈঠকেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ ব্যাপারে বোর্ড সচিব অধ্যাপক ফিরোজা খন্দকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দরপত্র খোলার দিন পর্যন্ত বোর্ডের অপেক্ষা করার বাধ্যবাধকতার কথা জানান।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা রয়েছেন। তারা বলেছেন, প্যাকেজ প্রথা বাতিল হলে বিশ্বব্যাংকের ঋণ পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারকে নিজস্ব অর্থায়নে বই ছাপাতে হবে।

সৃষ্ট জটিলতায় ইতিমধ্যে ১ মাস কেটে যাওয়ায় সংশ্লিষ্টরা এ বছর প্রাথমিক শ্রেণীর বই মুদ্রণ ও সরবরাহে বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন। বছরের শুরুতে দেশের সর্বত্র বই পৌঁছানোর জন্য কার্যাদেশ পাওয়ার পর বই মুদ্রণে কমপক্ষে ৪ মাস সময় লাগে। মুদ্রাকররা জানিয়েছেন, তারা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কার্যাদেশ পেলে সময়মত বই ছাপার কাজ শেষ করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, দরপত্র খোলার পর বোর্ডের কার্যাদেশ পেতে দেড় থেকে ২ মাস সময় লেগে যায়। সে হিসেবে বোর্ড বর্তমান দরপত্র বাতিল করে আগস্টের মাঝামাঝি সময়েও যদি নতুন দরপত্র আহ্বান করে তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর কার্যাদেশ পেতে অক্টোবর মাস শেষ হয়ে যাবে। এরপর বোর্ড থেকে কাগজ এনে বই ছাপার কাজ শেষ করতে ন্যূনতম ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় লাগবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছতে এবারও অনেক বিলম্ব হবে।